বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন

শীর্ষ ১৫

c‡iv‡bv eQi †k‡l mevB cwß-Acwßi wnmve †gjvq| Ab¨vb¨ wefv‡Mi g‡ZvB 2004 mv‡j †`‡ki µxov½‡bi mvdj¨-e¨_Zvi gj¨vqb K‡i‡Q mvßvwnK 2000...

wj‡L‡Qb **নোমান মোহাম্মদ**

ইতিহাস গড়লেন ক্রিকেটাররা

১. ভারতের বিপক্ষে স্মরণীয় জয়

বছর শেষ হবার মাত্র ৫ দিন আগে ঘটলো বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে জিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল গোটা ক্রীড়াঙ্গন তথা দেশবাসীকে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। সৌরভ বাহিনীর বিপক্ষে বাঙালি টাইগারদের ১৫ রানের এই জয় শুধু মাঠের ১১ জনের নয় বরং সেটা ১৪ কোটি জনগণের। '৯৭-এর আইসিসি এবং '৯৯-এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় ছাড়া জাতীয় জীবনে এরচেয়ে বড় আনন্দের উপলক্ষ্য আর আসেনি।

হারতে হারতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিলো বাংলাদেশের। বিশ্ব ক্রিকেটে রীতিমতো হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছিলো। ওয়ানডে ও টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তিতে মাঠের পারফরমেন্সের চেয়ে সাংগঠনিক দক্ষতাই মূল ভূমিকা পালন করেছিলো- অনেক সমালোচকের মতামতই এমন। তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। ৩৪ টেস্টের মধ্যে যারা একটি টেস্টেও জয় পায় না (৩টি ড্র, যার দুটি বৃষ্টির কল্যাণে); ৯৯ ওয়ানডেতে যারা জয় পায় মাত্র পাঁচ ম্যাচে, তাদের নিয়ে এমন কথা বলাই যায়। শততম ওয়ানডে ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে এই জয় এ দেশের ক্রিকেট জাগরণে পাঞ্জেরির ভূমিকা পালন করতে পারে।

এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী ৫টি জয়ই এসেছিলো বিদেশের মাটিতে। ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কায় কেনিয়া, পাকিস্তান, স্কটল্যান্ড ও হংকংয়ের বিপক্ষে জয়গুলো পেয়েছিলো বাংলাদেশ। কিন্তু দেশের মাটিতে কোনো ম্যাচ না জেতার অপূর্ণতাটা ছিলোই, যা দূর করলো সোনার ছেলেরা।

এরকম কিছু করার ইঙ্গিত চট্টগ্রামের প্রথম ওয়ানডেতে দিয়েছিলো হাবিবুল বাশাররা। কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে হেরে যায় ১১ রানে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও দু'দলের ব্যবধান প্রায় সমান। এবার ১৫ রানের পরাজয়ে রিসিভিং এন্ডে ছিলো ভারত।

টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। ৩৭ রানে হারায় ৩ উইকেট। এরপর চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৪৪ রান করেন দু' তরুণ আফতাব ও মোহাম্মদ আশরাফুল। একটি চার ও দুটি ছক্কায় ৪১ বলে ২৮ রান করে আউট হন চট্টগ্রাম টেস্টের 'দেড় সেঞ্চুরিয়ান'। তবে দলের ইনিংসকে স্থিতি এনে দিয়েছেন আফতাব। তার ৯৮ বলে ৬৭ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৯ রান করে বাংলাদেশ। মাশরাফির ৩৯ বলে ৩১ রানের ঝড়ো ইনিংস এ ক্ষেত্রে ছিলো মূল সহায়ক।

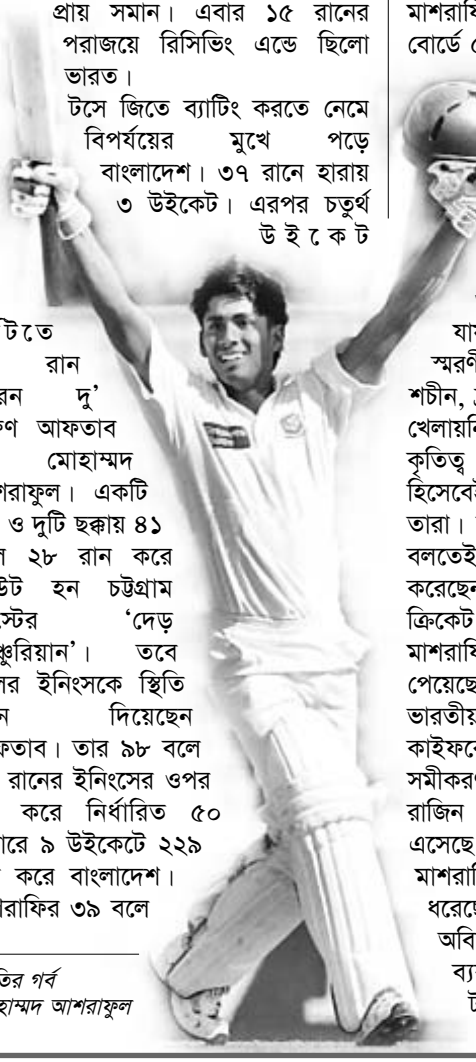

জাতির গর্ব মোহাম্মদ আশরাফুল

২২৯ রান ডিফেন্ড করতে নেমে স্বপ্নের সূচনা পায় বাংলাদেশ। ইনিংসের ৩য় বলে মাশরাফি বোল্ড করেন শেওয়াগকে। স্কোর বোর্ডে ৫ রান তুলতেই বিদায় নেন যুবরাজ। এরপর গাঙ্গুলী, শ্রীরাম, কাইফ ইনিংস টেনে নেবার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের বোলার ও ফিল্ডারদের তৎপরতায় সেটা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়তে থাকলে ৪৭.৫ ওভারে ২১৪ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। বাংলাদেশ পায় ১৫ রানের স্মরণীয় জয়।

শচীন, দ্রাবিড়, হরভজন, পাঠানকে এ ম্যাচে খেলায়নি ভারত। তাতে বাংলাদেশের জয়ের কৃতিত্ব এতটুকু ম্লান হয়নি। যোগ্য দল হিসেবেই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয় পায় তারা। বিশেষত বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের কথা বলতেই হয়। শেবাগকে যে বলে বোল্ড করেছেন মাশরাফি, সেটি সম্ভবত বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসেরই সেরা বল। তাপস, মাশরাফি, খালেদ মাহমুদ, রফিক প্রত্যেকেই পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। বাকি দু'জন ভারতীয় কাটা পড়েছেন রানআউটের খাঁড়ায়। কাইফকে রানআউট করে পুরো ম্যাচের সমীকরণ নিজেদের অনুকূলে নিয়ে এসেছেন রাজিন সালেহ। ইনিংসের শেষ উইকেটও এসেছে আফতাবের ডিরেক্ট থ্রো থেকে। মাশরাফি, হাবিবুলরা এমন সব কঠিন ক্যাচ ধরেছেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেগুলো অবিশ্বাস্য! ফিল্ডিংয়ের মাধ্যমেই দু'দলের ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন বেঙ্গল টাইগাররা।

এই একটি জয় যেন উজ্জীবিত করে আমাদের ক্রিকেট সেনাদের, এর রেশ যেন ছড়িয়ে পড়ে সিরিজ থেকে সিরিজে, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ যেন জিততে পারে বাংলাদেশ- এমন প্রত্যাশাই দেশবাসীর।

২. ৫ বছর পর প্রথম ওয়ানডে জয়

বছরের প্রথমার্ধে জিম্বাবুয়ে সফরে ৫ বছরের মধ্যে প্রথম ওয়ানডে জয় পায় বাংলাদেশ। হারারেতে ৮ রানে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে এ গৌরব অর্জন করে বেঙ্গল টাইগাররা। টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর প্রথম জয় ছিলো এটি।

সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। ২০ রানে হারায় ২ উইকেট। তৃতীয় উইকেট জুটিতে হাবিবুল বাশার ও রাজিন সালেহর ১১৪ রানের পার্টনারশিপই ম্যাচে ধরে রেখেছিলো বাংলাদেশকে। দু'জনই করেন অর্ধশতক। সেই সঙ্গে শেষদিকে মোহাম্মদ আশরাফুলের ৩১ বলের হাফ সেঞ্চুরি ও খালেদ মাহমুদের ১৬ বলে ২২ রানের ইনিংস ৫০ ওভার শেষে বাংলাদেশকে নিয়ে যায় ২৩৮ রানের সম্মানজনক স্কোরে।

২৩৯ রানের জয়ের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই গ্রান্ট ফ্লাওয়ারের উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু পরবর্তী জুটিতে বার্নি রজার্স ও স্টুয়ার্ট কার্লাইল ১০৯ রান যোগ করলে ম্যাচ প্রায় বাংলাদেশের মুঠো গলে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু বোলারদের কৃতিত্বে ম্যাচে ফেরে তারা। শেষ ওভারে জয়ের জন্য জিম্বাবুয়ের প্রয়োজন পড়ে ১৩ রান। বোলার তারেক আজিজ পরপর দু' বলে স্টুয়ার্ট মাটসিকানারি ও ডগলাস হোন্ডেকে বোল্ড করলে ৫ বছরের অধরা জয় ধরা দেয় বাংলাদেশকে। ৮ রানে ম্যাচ জেতায় ৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো উল্লাস করার সুযোগ পান এ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

৩. বুলবুলকে সরিয়ে আশরাফুল

অভিষেক টেস্টে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের ১৪৫ রানই ছিলো এতদিন ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর। ভারতের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মোহাম্মদ আশরাফুলের অপরাজিত ১৫৮ রানের ইনিংস রেকর্ড বুক থেকে সরিয়ে দেয় বুলবুলকে।

'আমার দেখা অন্যতম সেরা টেস্ট ইনিংস'- এক বাক্যে বলেছেন সুনীল গাভাস্কার, সৌরভ গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ডেভ হোয়াটমোর, হাবিবুল বাশার সুমনরা। চমৎকার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের এই ইনিংস পুরো বাংলাদেশ দলকেই উদ্দীপ্ত করেছে। যার ফলাফল প্রথম ওয়ানডেতে লড়াকু ১১ রানের পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৫ রানের জয়।

মাত্র ১২৪ বলে সেঞ্চুরি করেছেন আশরাফুল। ১৫৮ করতে লাগিয়েছেন ১৯৪ বল। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের অনুপম প্রদর্শনী। ব্যাকফুট, ফ্রন্টফুটে পেস, স্পিনকে তিনি খেলেছেন চাতুর্যতার সঙ্গে। পুল, হুক, কাট, ড্রাইভ সব ধরনের শটেই ছিলেন সমান স্বাচ্ছন্দ্য। সঙ্গীর অভাবে তাকে ১৫৮ রানেই অপরাজিত থাকতে হয়। নইলে এ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডটাও হয়তো সেদিন গড়তে পারতেন মোহাম্মদ আশরাফুল।

৪. কাজী আবদুল আলিমের ইউনেস্কো পুরস্কার

ক্রীড়া ক্ষেত্রে এ বছর বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে নিয়ে এসেছেন সব্যসাচী ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল আলিম। এ দেশের শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল পুরস্কার লাভ করেন তিনি।

১৯৪৫ সাল থেকে ক্রীড়াবিদ হিসেবে এবং ষাটের দশক থেকে ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়াবিষয়ক নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন কাজী আবদুল আলিম। তার হাত ধরেই এ দেশে শারীরিক শিক্ষা পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এসব কাজের বিরল স্বীকৃতি এই ইউনেস্কো পুরস্কার।

গত বছর ইউনেস্কোর সভায় বাংলাদেশ থেকে নাম প্রস্তাব করা হয় কাজী আবদুল আলিমের। ৪৮টি দেশের প্রার্থীকে টপকে প্যারিসে মনোনয়ন সভায় জুরিবোর্ড তাকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করে। পুরস্কারস্বরূপ একটি ডিপ্লোমা ও পদক পাবেন প্রবীণ এই ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৫. সাফ গেমসের ব্যর্থতা

১৩ ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করা ১৩৮ সদস্যের দলের অর্জন মাত্র ৩টি সোনা, ১১টি রুপা ও ২৬টি ব্রোঞ্জ! ব্যর্থতার বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা এবারের সাফ গেমসেও অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ।

সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা ফুটবল দলের। যারা পেরোতে পারেনি প্রথম রাউন্ডের গন্ডি। অথচ গেমসের শুরুতে তারাই ছিলো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। অন্যতম ফেবারিটও। কিন্তু মাঠে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের পর শেষ ম্যাচে প্রয়োজন ছিলো ড্র। তাহলেই বাংলাদেশ চলে যায় সেমিতে। কিন্তু ০-১ গোলের পরাজয়ে ব্যর্থতার ষোলোকলা পূর্ণ করে দেশে ফেরে ফুটবল দল।

৬. অম্লমধুর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

টুর্নামেন্টটি ছিলো বাংলাদেশের জন্য অম্লমধুর। স্বদেশে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টের কাপ পর্যায়ে পৌঁছতে না পারা যেমন হতাশার; একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্লেট চ্যাম্পিয়ন হওয়াও কম গৌরবের নয়। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছিলো 'সি' গ্রুপে। প্রথম ম্যাচে ২ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে শুরুতেই হোঁচট খায়। স্কটল্যান্ডকে ৯ উইকেটে হারালেও ভারতের কাছে ১৩১ রানে হেরে কাপ পর্বে ওঠার আশা ভেস্তে যায়। প্লেট পর্বের গ্রুপ ম্যাচে কানাডা, উগান্ডা ও আয়ারল্যান্ডকে সহজে হারানোর পর সেমিতে ৯১ রানে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। নাফিস, নাঈম ও আফতাবের হাফ সেঞ্চুরিতে নির্ধারিত ৫০ ওভারে স্কোরবোর্ডে ২৫৭ রান জমা করেন স্বাগতিকরা। এরপর এনামুল হক জুনিয়রের বিধ্বংসী বোলিং অসিদের ২৪৯ রানে বেঁধে রাখে। এনামুল পান ৫ উইকেট। বাংলাদেশ পায় ৮ রানের স্মরণীয় জয়।

৭. হকিতে প্রথম শিরোপা

৫ জাতির অনূর্ধ্ব-২১ চ্যালেঞ্জ কাপ হকির শিরোপা জিতে খেলাটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ সাফল্যে উদ্ভাসিত হলো বাংলাদেশের হকি অঙ্গন।

এই সাফল্য মূলত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল। হকির উন্নয়নের জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ফেডারেশনকে দেয় ৩৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ফলে ফেডারেশন হকির কোচিংয়ের জন্য মাসে ২ হাজার ডলার বেতনে পাকিস্তান থেকে কামার ইব্রাহিমকে উড়িয়ে আনতে পারেন। পারেন ১ হাজার ডলার মাসিক বেতনের ট্রেনার আনতে। চ্যালেঞ্জ কাপের আগে বিকেএসপিতে এক মাস নিবিড় অনুশীলন করেছেন খেলোয়াড়রা। ফলে টুর্নামেন্টে মিয়ানমারকে ৩-০, আফগানিস্তানকে ৩০-০, ওমানকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারাতে সমস্যা হয়নি। শেষ ম্যাচে ভারতের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হারলেও ফাইনালে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা ড্র থাকে। টাইব্রেকারে হকির যুবারা ৪-২ ব্যবধানে ভারতকে হারালে শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। '৭২ সালে দিল্লির নেহরু কাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ এই প্রথম কোনো শিরোপা জিতল।

1. nwKi BwZnv‡m c_g AvšRwZK wk‡ivcv

2. mv‡di ¯YRqx wZb µxowe`

3. hvÎv ïi" Ki‡jv gwnjv dUej

৮. ব্রাদার্সের পুনর্জন্ম

সব সময়ে 'নাম্বার থ্রি' দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জিতেছে ঢাকার ফুটবলের লীগ শিরোপা। ঘুচিয়েছে ২৯ বছরের বন্ধ্যাত্ব। একই সঙ্গে জিতেছে জাতীয় লীগও। এর আগে আগাখান গোল্ডকাপ, ডামফা ও ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হলেও কখনো লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা। বরাবরই থেকে মোহামেডান-আবাহনীর ছায়াতলে। মাঝে একেবারে হারিয়ে গেলেও এবার দলবদলের সময় থেকেই গা ঝাড়া দেয় ব্রাদার্স। বিপ্লব, রজনী, সুজন, নজরুল, টিটু, আরমান, ইকবাল, আলফাজদের টেনে টেনে শক্তিশালী দল গড়ে। ভারত থেকে নিয়ে আসে কোচ নঈমুদ্দিনকে। ফলাফল, ১৮ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট পেয়ে লীগ শিরোপা জয়। জাতীয় লীগের ফাইনালেও টাইব্রেকারে মুক্তিযোদ্ধাকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে অনন্য ডাবল অর্জন করে ব্রাদার্স।

৯. আসিফ, শারমিন ও রুবেল রানার স্বর্ণ জয়

এবারের সাফ গেমসে আসিফ, শারমিন ও রুবেল রানার কৃতিত্বেই নাককাটার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বাংলাদেশ। তাদের জয় করা তিনটি সোনাই সাফ গেমসে দেশের রক্ষাকবচ হিসেবে পরিগণিত। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে ৬৯৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন আসিফ। একই ইভেন্টে ৩৯০ স্কোর করেন শারমিন এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রুবেল রানা সোনা জেতেন। অন্যদের ব্যর্থতার ভিড়ে এই তিনজনের সাফল্য দেশবাসী প্রাণভরে উপভোগ করেছে।

১০. মহিলা ফুটবলের অভিষেক বর্ষ

স্বাধীনতার প্রায় ৩৩ বছর পর এ দেশে যাত্রা শুরু করলো মহিলা ফুটবল। ২০০৪-এর অক্টোবরে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই টুর্নামেন্ট। মৌলবাদীদের হুমকিতে বাধার মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় শেষ হয় টুর্নামেন্ট। ফাইনালে আনসারকে হারিয়ে অভিষেক টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত সাফল্যের স্বাদ পায় ঢাকা জেলা।

১১. হরকাতুল জিহাদের হুমকি

হুমকির কারণে ভারত ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর বাতিল হতে বসেছিলো। হরকাতুল জিহাদ নামের কথিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের পাঠানো এক ফ্যাক্স বার্তা রয়েছে এর মূলে। ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনে পাঠানো এই বার্তায় লেখা হয়, সফরে এলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মেরে ফেলা হবে। ফলে সফর সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। ভারত থেকে পর্যবেক্ষক দল এসে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে যায়। তারা সন্তুষ্ট হবার পর ভারত এ দেশ সফরে আসে। কিন্তু বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ যতটুকু ক্ষতি হবার, তা হয়ে গেছে। এতো কিছুর মূলে যে ফ্যাক্সবার্তা তার প্রেরণকারীকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি।

১২. চুমকির প্রতারণা এবং আমাদের অলিম্পিক

অলিম্পিকে অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করা ক্রীড়াবিদদের ব্যাংককে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন শামসুন্নাহার চুমকিও। ওয়াইল্ড কার্ডের কারণে তিনিসহ ৫ জন ক্রীড়াবিদের সুযোগ ছিলো এথেন্স অলিম্পিকে যাবার। কিন্তু যাবার দু'দিন আগে জানা যায়, চুমকি অন্তঃসত্ত্বা। ফলে তাকে বাদ দিয়েই গ্রিসে যায় বাংলাদেশ দল। অংশগ্রহণকারী শুটার আসিফ, অ্যাথলেট শামসুদ্দিন এবং সাঁতারু ডলি ও জুয়েলের অংশগ্রহণ ছিলো শুধু অংশগ্রহণের খাতিরেই।

১৩. ক্রিকেট-ফুটবলের আলাদা বাসভূম

অবশেষে ফুটবল ও ক্রিকেট আলাদা মাঠ পাচ্ছে। আগামী মার্চ থেকেই ঢাকা স্টেডিয়াম হবে ফুটবলের। সঙ্গে অবশ্য অ্যাথলেটিকস্ও থাকবে। আর ক্রিকেট চলে যাবে মিরপুর স্টেডিয়ামে। সেখানে ক্রিকেটের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিসিবি। সে লক্ষ্যে কাজ চলছে। আগামী ৬-৯ মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে পাওয়া প্রায় দেড় কোটি টাকা অর্থ সাহায্যে এই ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

১৪. বিওএ'র দুর্নীতি প্রকাশ

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অডিট রিপোর্টে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। ১ কোটি ১ লাখ টাকা খরচের কোনো হদিস বিওএ-তে নেই। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিওএ'র প্রয়াত মহাসচিব জাফর ইমামের কাছে দেনার পরিমাণ প্রায় ৬৪ লাখ টাকা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাবেক পরিচালক (প্রশাসন) এনামুল হকের কাছে প্রায় ৩৫ লাখ এবং বিওএ'র সাবেক মহাসচিব গোলাম কুদ্দুস চৌধুরীর কাছে ৯৪ হাজার ১০০ টাকা দেনা আছে বিওএ'র। এই অডিট রিপোর্ট নিয়ে বছরের শেষদিকে ক্রীড়াঙ্গন বেশ সরগরম ছিল।

১৫. দাবা অলিম্পিয়াডেও হতাশা

৩৬তম দাবা অলিম্পিয়াড থেকেও হতাশা বয়ে এনেছে বাংলাদেশ দল। পুরুষদের বিভাগে ১২৯ দলের মধ্যে ৩৬তম এবং মহিলাদের বিভাগে ৮৭ দলের মধ্যে ৬৯তম হয়েছে তারা। গতবারের তুলনায় ফলাফল হতাশাজনক। এক সময় সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত দাবাও এভাবে ধীরে ধীরে হতাশার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে।